তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২২৬

**বর্ষায় প্রকৃতির আসল সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়**

**---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বর্ষা এলে প্রকৃতি সাজে নতুন সাজে। তৃষিত হৃদয়ে, পুষ্পে-বৃক্ষে, পত্র-পল্লবে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। টাপুর টুপুর বৃষ্টিতেই ধুয়ে মুছে যায় সব কিছু। সেজন্য বর্ষায় বাংলার প্রকৃতির আসল সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ ও মনোরম। বর্ষার সুর ও ছন্দের মাঝে রয়েছে মানুষের মন-প্রাণকে আনন্দিত করে তোলার দারুণ ক্ষমতা।

প্রতিমন্ত্রী আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর বেইলি রোডে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির ড. নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে 'স্বপ্নবিকাশ কলাকেন্দ্র' আয়োজিত "বর্ষার মেঘমালা" শীর্ষক বর্ষা উৎসব ২০২৩ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, বর্ষা আমার প্রিয় ঋতু। নিজের বর্ষার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমি বৃষ্টিতে ভিজতে খুব পছন্দ করি। ছোটবেলায় বৃষ্টিতে ভিজে সাইকেলে চড়ে বেড়াতাম। এখনও মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে ভিজি। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব স্বরূপ বজ্রপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে তেমন বৃষ্টিতে ভেজা হয় না।

কে এম খালিদ বলেন, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি মিলনায়তনে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ হয়। তিনি বলেন, মহিলা সমিতিতে যেসব নাট্যদলের নাটক মঞ্চস্থ হয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মহিলা সমিতিকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সেসব নাট্যদলগুলোকে মিলনায়তন ভাড়া বাবদ অর্ধেকেরও বেশি ছাড় প্রদান করা হয়। তিনি আরো বলেন, মহিলা সমিতির মিলনায়তনের ভাড়া বর্তমানে ১১ হাজার ৫০০ টাকা। এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সহযোগিতার মাধ্যমে ৬ হাজার ৫০০ টাকা ভর্তুকি বা ছাড় প্রদান করা হয় এবং বাকি ৫ হাজার টাকা নাটকের দলগুলোকে দিতে হয়। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, যেসব দলগুলো মহিলা সমিতিতে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করছে, সেগুলোকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুদান প্রদান করা হবে।

স্বপ্নবিকাশ কলাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ মৈত্রী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক আনজীর লিটন এবং বিশিষ্ট ফ্যাশন ডিজাইনার ও বিশ্বরঙ এর কর্ণধার বিপ্লব সাহা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্বপ্নবিকাশ কলাকেন্দ্রের উপদেষ্টা দেবপ্রসাদ দেবনাথ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন স্বপ্নবিকাশ কলাকেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক অমিত সরকার।

#

ফয়সল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২২১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২২৫

**বাংলাদেশে কাঙ্ক্ষিত হারে সৌরশক্তির**

**বিকাশে প্রয়োজন প্রযুক্তি হস্তান্তর ও ব্যাপক বিনিয়োগ**

**---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বাংলাদেশে কাঙ্ক্ষিত হারে সৌর শক্তির বিকাশে প্রয়োজন প্রযুক্তি হস্তান্তর ও ব্যাপক বিনিয়োগ। ২০৪১ সালের মধ্যে সৌর শক্তি নিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে এখাতে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন। কম জমি ব্যবহার করে বা কম বিকিরণ থেকে বেশি সৌর বিদ্যুৎ পাওয়ার প্রযুক্তির অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

প্রতিমন্ত্রী আজ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবু দাবিতে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ)-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক সভায় বক্তব্যকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ৮ গেগাওয়াট নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। নেট মিটারড রুফটপ সোলার, সোলার ইরিগেশন পাম্প, ভাসমান সোলার, সৌর এগ্রোভোলটাইক্স ইত্যাদি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। ৪৫০,০০০ ডিজেল পাম্পকে সোলার ইরিগেশন পাম্পে রূপান্তর করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, যা অতিরিক্ত ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ সংযুক্ত করবে।

৪৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ)কে ধন্যবাদ দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, উপযুক্ত নীতি, নিয়ন্ত্রক কাঠামো, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বিজনেস মডেল তৈরি করতে আমরা একসাথে কাজ করতে চাই। সোলার রোড ম্যাপ দ্রুত প্রণয়ন করা জরুরি।

আলোচনাকালে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ)-এর মহাপরিচালক ডঃ অজয় মাথুর, ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্ম সচিব নীরদ চন্দ্র মন্ডল, আইএসএ -এর গভার্নেন্স ও পার্টনারশীপ ইউনিটের প্রধান শিশির সেট (Shishir Seth), আইএসএ-এর অর্থ বিশেষজ্ঞ প্রাজ্ঞ (Pragya) উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২২৪

**শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে উচ্চশিক্ষা পুনর্বিন্যাসের আহ্বান শিক্ষামন্ত্রীর**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, আমাদের বিশাল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হলে, বিশ্বে কর্মজগতের যে চাহিদা তা বিচেনায় নিতে হবে। শুধু দেশে নয় বিদেশেরও, কারণ আমরা কখনই দেশের সমস্ত জনসংখ্যাকে দেশের ভেতরে কর্মসংস্থান করতে পারবো না। তাহলে আমাদের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকেও বিবেচনায় নিতে হবে। সেই বিশ্ব কর্মবাজারও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। বিশ্ব কর্মজগতের চাহিদাকে মাথায় রেখে প্রত্যেকটি জায়গায় কী ধরনের কাজের চাহিদা রয়েছে সেই ম্যাপিং করে তার ভিত্তিতে এগুতে হবে। তাহলে আমাদের যে বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের জন্য কর্ম জগতের ব্যবস্থা করতে পারবো। আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্যে এসে গেছি, আমাদের ২০৩১-২০৩২ সাল পর্যন্তই আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডেবিডেন্ট অর্জনের সময় রয়েছে। আমাদের যে তরুণ জনগোষ্ঠী আছে, এই সময়টাতেই সর্বাধিক যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে তাহলে আমারা সেই ডিভিডেন্ট পাবো, অর্থাৎ বিনিয়োগ হলে আমরা লভ্যাংশ পাবো।

শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উদ্দেশ্য করে বলেন, পরিবর্তন এর সাথে সাথে নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হবে, ব্লান্ডেড মেথডে ভিন্নভিন্ন মেয়াদের শর্ট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্সের ব্যাবস্থা করতে হবে । যার পক্ষে সম্ভব সে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে করবে, যার সম্ভব কাজের জায়গা থেকে করবে।

আজ আহসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন অধ্যাপক ড. মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী, আহসানিয়া ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম।

ডা. দীপু মনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আমাদের কাজের জগৎটাই পাল্টে দেবে। আজ প্রাথমিকে যে পড়ছে তার কর্মজগতে প্রবেশের সময় বর্তমান কাজের বেশিরভাগই থাকবে না। শিক্ষার্থীদের সেইভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা অভিযোজনে দক্ষ হয়। যে কোনও পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে ক্রমাগত পরিবর্তনের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারে। তিনি বলেন, কোথাও যেন ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা না হয়। আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সবাইকে ভেবে দেখে এই প্রবণতাকে রোধ করতে হবে।

ইউজিসির প্রতি আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, যেসকল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করতে পারছে, তাদের বছরের মাঝপথে আরও বেশি বরাদ্দ দিতে হবে। যারা ব্যয় করতে পারেন না এটা তাদের সমস্যা, যারা ব্যয় করতে পারেন তাদের জন্য সমস্যা নেই। বঙ্গবন্ধু কন্যার সরকার গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নতুন শিক্ষাক্রমের সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন কারিকুলামে শিক্ষার্থীরা করে করে শিখবে। অভিভাবকেদরে উদ্দেশে শিক্ষামশিক্ষান্ত্রী বলেন, আপনারা ভাববেন না পরীক্ষা নেই তো শিক্ষর্থীরা কী শিখবে? মূল্যায়ন আছে, পরীক্ষাও আছে, তবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বেশি। সে জন্য অভিভাবকদের বলছি—সন্তানদের আর জিজ্ঞেস করবেন না কত নম্বর পেলে। দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন—তুমি আজ নতুন কী শিখেছো? শেখাটা জরুরি, নম্বর তার চেয়ে কম জরুরি। আর শিক্ষার্থীকে নম্বরের জন্য চাপ দিতে দিতে তাদের মনে হীনমন্যতার জন্ম দেবেন না দয়া করে।

#

খায়ের/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২১৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২২২

**সরকারের দেওয়া সহজলভ্য ইন্টারনেট দিয়েই বিএনপি ডিজিটাল অপপ্রচারে লিপ্ত**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে ইন্টারনেটকে সর্বজনীন সহজলভ্য করেছে আর বিএনপি সেই সুবিধা নিয়ে ‘পেইড এজেন্ট’ দিয়ে ডিজিটাল অপপ্রচার-অপরাধ সংঘটিত করছে, যা কখনোই সমীচীন নয়।

আজ সচিবালয় বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) নবনির্বাচিত কমিটির সাথে পরিচিতি সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

গতকাল দেওয়া বিএনপির মহাসচিবের ‘ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ এবং শাটডাউন করে বিরোধী দলকে দমনের চেষ্টা এবং জনগণের অধিকার হরণ করা হচ্ছে’ বক্তব্য নিয়ে প্রশ্নের জবাবে সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান বলেন, ‘মির্জা ফখরুল সাহেবকে অনুরোধ জানাবো পেছনে ফিরে তাকাতে। উনাদের আমলে দেশে সর্বসাকুল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতো ৫০ লাখ মানুষ। এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে ১৩ কোটি মানুষ। ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগান দিয়ে আমাদের সরকারই ইন্টারনেটকে সহজলভ্য করেছে, সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।’

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা কোনোভাবেই ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করি না বরং এই সহজলভ্যতার সুযোগ গ্রহণ করে বিএনপি তাদের ‘পেইড এজেন্ট’দের দিয়ে দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার এবং মন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারদলীয় নেতাদের চরিত্রহনন করে, অপপ্রচার চালায়, গুজব ছড়ায়। তাদের ‘পেইড এজেন্ট’ নিয়োগ ইতিমধ্যেই প্রমাণিত, কয়েকজনের অডিও ক্লিপ ফাঁস হয়েছে, যেমন কেউ কেউ আক্ষেপ প্রকাশ করেছে- যে পরিমাণ টাকা দেওয়ার কথা ছিলো তা দেয় নাই, সেজন্য সে আপাতত বেশি কিছু করছে না। এরকম ‘পেইড এজেন্ট’দের সাথে তারেক রহমান যে নিয়মিত বৈঠক করে তার ছবিও আমাদের কাছে আছে এবং সরকার ইন্টারনেট সহজলভ্য করার প্রেক্ষিতেই তাদের পক্ষে এ সব করা সম্ভবপর হয়েছে যেটি কখনো সমীচীন নয়, সেগুলো ডিজিটাল অপরাধ।’

সারা পৃথিবীতে এই ডিজিটাল অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানা আইন আছে উল্লেখ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাম্প্রতিক সময়ে একটি আইন পাস করেছে যে, প্রত্যেকটি সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট দেশে রেজিস্টার্ড হতে হবে। ভারতেও সে আইন পাস হয়েছে। আমরা এখনো সে আইন পাস করিনি, তাদেরকে এখানে রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মকে সময়ে সময়ে বন্ধ করা হয়েছে, ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে কখনো সেটি করা হয়নি। মির্জা ফখরুল সাহেব এ রকম আজগুবি কথা কোথায় পেলেন! উনি আসলে ডিজিটাল অপরাধীদের পক্ষে, তাদের যে ‘পেইড এজেন্ট’রা আছে তাদের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য রোববার সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রকৃতপক্ষে মির্জা ফখরুলের উচিত সরকারকে ধন্যবাদ জানানো কারণ, উনি যে আজকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভিডিও কলে উনার মেয়েদের সাথে অস্ট্রেলিয়ায় কথা বলেন, উনাদের চেয়ারম্যানের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মিটিং করেন, এগুলোর সুযোগ শেখ হাসিনার বর্তমান সরকারই করে দিয়েছেন, এগুলো আগে ছিল না।

-২-

বিএনপি নেতাদের ‘বিএনপি যাতে নির্বাচনে না আসতে পারে সে জন্য তাদের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে’ মন্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান বলেন, ‘আমরা চাই আগামী নির্বাচনে বিএনপি পূর্ণ শক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করুক। একদিকে মির্জা ফখরুল সাহেব বলছেন নির্বাচনে যাবেন না, আবার বলেন যে, তাদেরকে সরকার নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছে। আমরা কাউকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে চাই না। আমরা চাই সংবিধান মেনে, সংবিধানের আলোকে যে নির্বাচন হবে, বিএনপি সেই নির্বাচনে আসুক।’

ড. হাছান আরো বলেন, ‘বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্যের মধ্যেই তো বোঝা যাচ্ছে যে তারা নির্বাচনে আসতে চায়, কিন্তু তাদের নেতৃত্বের কোনো অদৃশ্য থাবার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না। এটি মির্জা ফখরুল সাহেবের বক্তব্যে স্পষ্ট। আমি উনাদেরকে অনুরোধ জানাবো ঐ অদৃশ্য থাবা থেকে মুক্ত হয়ে বিএনপি দলটাকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য।’

এর আগে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, সচিবালয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সরকারের সাথে জনগণের যোগসূত্র ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য আপনারা কাজ করেন। একই সাথে সরকারের কোনো ভুলত্রুটি থাকলে সেগুলোও আপনাদের মাধ্যমে অনেক সময় উঠে আসে। এখানে যারা কাজ করছেন তারা অনেক বেশি অভিজ্ঞ। পাশাপাশি প্রয়োজনে প্রেস ইনস্টিটিউট আপনাদের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

বিএসআরএফ সভাপতি ফসিহ উদ্দীন মাহতাব ও সাধারণ সম্পাদক মাসউদুল হক এসময় বক্তব্য রাখেন এবং সংগঠনের সহসভাপতি মুন্না রায়হান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী আজাদ মাসুম, সাংগঠনিক সম্পাদক তাওহীদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক শফিউল্লাহ সুমন, দপ্তর সম্পাদক শাহাদাত হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বিজন কুমার দাস, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক ফারুক আলম, কার্যনির্বাহী সদস্য ঝর্ণা রায়, আসাদ আল মাহমুদ, উবায়দুল্লাহ বাদল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, ইবরাহীম মাহমুদ আকাশ, রাকিব হাসান এবং মহসীনুল করিম লেবুকে নিয়ে মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২২১

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৩ দশমিক ২০ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৪০৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৬৯ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১১ হাজার ৬ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০

**পাটের বস্তায় চাল বিক্রি না করায় জরিমানা**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই):

রাজধানীর নিউ মার্কেটে পাটের বস্তার পরিবর্তে প্লাস্টিকের বস্তায় চাল বিক্রি করায় ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ এর ধারা-৪ ভঙ্গ করার অপরাধে (পাটের বস্তা ব্যবহার না করা) দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পাট অধিদপ্তর। জরিমানা করা প্রতিষ্ঠান দুইটি হলো মেসার্স রহিম রাইসকে ৫ হাজার টাকা এবং মেসার্স বিসমিল্লাহ রাইস ৫ হাজার টাকা।

আজ রাজধানীর নিউ মার্কেটে পাট অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) সত্যকাম সেনের নেতৃত্বে ঢাকা সহকারী কমিশনার (ভূমি), ধানমন্ডি, আনোয়ার হোসেন ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ অনুযায়ী ১৯টা পণ্যে পাটের বস্তার সঠিক ব্যবহার, পাটের বস্তার জোগান ও দেশব্যাপী পরিচালিত অভিযানের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে এই জরিমানা করা হয়েছে। একইসঙ্গে রাজধানীর নিউ মার্কেটে সকল পাইকারী চাল ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন দোকানে থাকা বিদ্যামান প্লাষ্টিকের বস্তায় থাকা চাল দ্রুত বিক্রি করার জন্য সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পর কোন ব্যবসায়ী প্লাস্টিকের বস্তায় চাল বিক্রি করলে তাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেয়ারও হুঁশিয়ারি দেন। পরবর্তীতে আইনটি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক প্রচারের নিমিত্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে এবং আইনটি বাস্তবায়নের জন্য সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এছাড়া সকলকে সতর্কও করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ‘পণ্যে পাটজাত মোরকের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ অনুযায়ী ১৯টা পণ্যে পাটের বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক রয়েছে এসব পণ্যে কেউ যদি প্লাস্টিকের ব্যবহার করে তাহলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশব্যাপী অভিযান চলছে এবং এসব অভিযান সারা বছর চলে।

#

সৈকত/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২১৯

**২০৪১ সালে মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৮৫ লাখ মেট্রিক টন**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই) :

২০৪১ সালে মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৮৫ লাখ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ রাজধানীর মৎস্য ভবনে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এ কথা জানান।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুল কাইয়ূম, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ এবং মৎস্য ওপ্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী জানান, দেশে উৎপাদিত মাছ যাতে মানব স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ রয়েছে। ২০২০ সালে মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন করা হয়েছে। সমুদ্র সীমাসহ অন্যত্র যারা মাছ আহরণে সম্পৃক্ত তাদের প্রতিটি নৌযানে যান্ত্রিক পদ্ধতি সংযোজন করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনিটরিং এর আওতায় রাখা যায়। পাশাপাশি কোনো মৎস্য নৌযান দুর্ঘটনায় পতিত হলে তাদের অবস্থান জানার জন্যও এই পদ্ধতি কাজে লাগানো হচ্ছে। এভাবে মৎস্য খাতে ডিজিটালাইজড পদ্ধতি যুক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, ‘নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে এ বছর ২৪ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে কেন্দ্র থেকে প্রান্তিক পর্যায়ে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এবারের কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট মৎস্য খাত গড়ে তোলা। স্মার্ট মৎস্য খাতে উৎপাদন, বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানির প্রক্রিয়ায় স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ উৎপাদন এবং দেশ ও বিদেশে সরবরাহের জন্য সরকার দেশে আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষাগার তৈরি করেছে। পরীক্ষাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে বিদেশিদের চাহিদা অনুযায়ী মাছ রপ্তানি করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিদেশ থেকে মাছের জন্য যেসব খাদ্য উপাদান আসে সেগুলোও এ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হচ্ছে, যাতে মাছ উৎপাদন, আহরণ ও বিপণনে অস্বাস্থ্যকর কোন উপাদান প্রবেশ করতে না পারে। শুধু মাছ উৎপাদন নয় বরং স্বাস্থ্যসম্মত ও খাবার উপযোগী নিরাপদ মাছ উৎপাদন সরকারের লক্ষ্য।

মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর ৫২ টি দেশে বাংলাদেশের মাছ রপ্তানি হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৭০ হাজার মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশের আয় হয়েছে ৪ হাজার ৭৯০ কোটি ৩০ লাখ টাকা। মাছ রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

#

ইফতেখার/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৮০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৮

**রহিমগঞ্জ হতে পরানগঞ্জগামী রাস্তা পাকাকরণ কাজের**

**ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন করলেন গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই):

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ গত ২০ জুলাই ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায় রহিমগঞ্জ হতে পরানগঞ্জগামী রাস্তা পাকাকরণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে এক কিলোমিটার দৈর্ঘের রাস্তাটি পাকাকরণের কাজ বাস্তবায়ন করছে ফুলপুর উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরে প্রতিমন্ত্রী রহিমগঞ্জ ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন এবং রহিমগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত সভায় বক্তৃতা দেন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বর্তমান সরকারের আমলে সাধিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে তুলে ধরেন।

সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে এহতেশামুল আলম ও এডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ইকরামুল হক টিটুসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৭

**শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সর্বত্র নারীর ক্ষমতায়ন করেছেন**

**--- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে গেছেন। শেখ হাসিনার সময়োপযোগী প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশের সর্বত্র এখন নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে। মহান জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য বলেন সবখানেই নারীরা এখন এগিয়ে এসেছে। এ বছর ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ২৩০ জনের মধ্যে ১২০ জনই নারী। বাকি ১১০ জন ছেলে। কিছুদিন আগে ১০ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৬ হাজার জনই নারী, পুরুষ ৪ হাজার। বিসিএস পরীক্ষায় নারীরা এগিয়ে থাকছে। নারীরা ব্যবসা করে পরিবার চালাচ্ছে, স্বাবলম্বী হচ্ছে। এগুলো এমনি এমনি হয়নি; প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বড় বড় স্বপ্নের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম। প্রধানমন্ত্রীর নিরলস প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশে নারীরা এখন পুরুষের সাথে সমান ভূমিকা রেখে চলেছে, বাংলাদেশকে উন্নত অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে।

আজ ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভর্তিকৃত নবাগত মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন ক্লাস ও শপথ পাঠ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

মেডিকেল নিয়ে পড়ালেখা করে ইদানিং অনেকেই বিসিএস দিয়ে প্রশাসন বা পুলিশ ক্যাডারে চলে যাওয়া প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী বলেন, সরকারি মেডিকেলে একজন শিক্ষার্থীকে এমবিবিএস সম্পন্ন করাতে সরকারের কোটি টাকার বেশি খরচ হয়। এগুলো জনগণের ট্যাক্সের টাকা। জনগণ শিক্ষার্থীদের মেডিকেল পড়ার খরচ বহন করে, ভবিষ্যতে তারা চিকিৎসক হয়ে জনগণের চিকিৎসা দেবে সেজন্য। কিন্তু তারা সেটা না করে বিসিএস দিয়ে পুলিশ বা প্রশাসন ক্যাডারে চলে গেলে জনগণের কোটি কোটি টাকার অপচয় হয়। যে পেশায় এত বছর পড়ালেখা করে চিকিৎসক হয়ে সেখান থেকে অন্য পেশায় চলে গেলে চিকিৎসক পেশায় পড়ালেখা করার প্রয়োজন তো ছিল না।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোঃ শফিকুল আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ টিটো মিঞা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রি. জে. মোঃ নাজমুল হক, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের মহাসচিব অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান মিলনসহ অন্য নেতৃবৃন্দ।

#

মাইদুল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৬

**বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২৩ পাচ্ছে খাদ্য মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই) :

নীতি ও প্রশাসনিক পদ্ধতির সংস্কার ক্যাটেগরিতে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২৩ এর জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক পত্রে জানানো হয় ‘নীতি ও পদ্ধতির সংস্কার করে এবং ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাশ্রয় উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত আপনার প্রতিষ্ঠানের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি’।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ৩১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক প্রদান করবেন।

কামাল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/কামাল/১৫:১৫ ঘণ্টা

#

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫

**বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -২ নির্মাণ ও উৎক্ষেপণে এয়ারবাস**

**বাংলাদেশকে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এর সাথে গতকাল বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশে ফ্রান্স দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন গিয়োম  অধ্রা দ‌্যো কোরধ্রেলের নেতৃত্বে এয়ারবাসের তিন সদস‌্যের একটি  প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। সাক্ষাৎকালে আন্তর্জাতিক মহাকাশযান নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ‘এয়ারবাস’ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ নির্মাণ ও উৎক্ষেপণে বাংলাদেশকে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ ব্যক্ত করেন। সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদল বঙ্গবন্ধু স‌্যাটেলাইট-২ তৈরি, উৎক্ষেপণ এবং অরবিটাল স্লট বরাদ্দ এবং স‌্যাটেলাইটটির ধরনসহ বিস্তারিত বিষয়াদি নিয়ে মতবিনিময় করেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশে গত সাড়ে ১৪ বছরে ডিজিটাইজেশনের ধারাবাহিকতায় বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর সফল উৎক্ষেপণ বর্তমান সরকারের অন্যতম অর্জন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে স্যাটেলাইট ক্লাবের ৫৭ তম গর্বিত সদস্যে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ দেশের টেলিভিশন চ্যানেলসমূহের সম্প্রচারসহ দুর্গম অঞ্চলে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল সংযোগ স্থাপনে অভাবনীয় ভূমিকা রাখছে।

বঙ্গবন্ধু স‌্যাটেলাইট-২ এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে মন্ত্রী আরো বলেন, এটি হবে আর্থ অবজারভেটরি স‌্যাটেলাইট। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে দেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের ঘোষণা বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ফাইভ-জি যুগে প্রবেশ করেছে। তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এসময় বঙ্গবন্ধু স‌্যাটেলাইট -১ নির্মাণ ও অবদান রাখায় ফ্রান্সের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ম. শেফায়েত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/কামাল/ ১৫:১০ ঘণ্টা

#

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২১৪

**মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সড়ক র‌্যালিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

**স্মার্ট মৎস্য সেক্টর গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই) :

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য সড়ক র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশহিসেবে এ র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে র‌্যালি উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম । জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে বঙ্গবন্ধু চত্বর ঘুরে পুনরায় সংসদ ভবনের সামনে এসে র‌্যালিটি শেষ হয়। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ এবং মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের সদস্যবৃন্দ, মৎস্যজীবীগণ ও মৎস্য খাতের বিভিন্ন অংশীজনরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

র‌্যালি শেষে সাংবাদিকদের মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন এখন বিস্ময়কর, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত। শুধু মাছের উৎপাদন নয় বরং গুণগতমানের মাছ উৎপাদন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট মৎস্য সেক্টর গড়ে তোলা এখন আমাদের লক্ষ্য। দেশের চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত মাছ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে মৎস্যখাত।

তিনি বলেন, মাছের উৎপাদন, বিপণনসহ মৎস্য খাতের সব প্রক্রিয়ায় সরকারের সব ধরণের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে, সহযোগিতা রয়েছে। অধিক পরিমাণে মাছের উৎপাদন করতে হবে। কোনরূপ অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। মাছ বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন ভেজাল মেশানো যাবে না। দেশ গঠনে সবাই ভূমিকা রাখার জন্য তিনি এসময় আহ্বান জানান।

#

ইফতেখার/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/কলি/আসমা/২০২৩/১১৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৩

**মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে তরুণদের ভূমিকা রাখতে হবে**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী  খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, যে জাতি ইতিহাস ভুলে যায়; সে জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। ‘৭৫ এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ইতিহাস ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীত ধারার লোকজন ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবর্তে রাজাকার আল শামসরা দেশ চালিয়েছে। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলে বাংলাদেশ থেমে থাকেনি।  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি মর্যাদার জায়গায় পৌঁছে গেছে। যখন মুক্তিযোদ্ধারা দাঁড়িয়ে/সজাগ থাকে তখন অন্যরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে তরুণদের ভূমিকা রাখতে হবে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কারিগর হবে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা একসময় বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল রাজশাহীতে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈদ পুনর্মিলনী ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব‌ কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের ডাক দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী দিন বদলের সনদের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছেন। অনেকেই এর বিরোধীতা করা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ধীরে ধীরে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছেন। তিনি উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবধান ঘুছিয়ে দিয়েছেন।

বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ফয়জার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান, উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর মোঃ সাইদুর রহমান খান, ভারপ্রাপ্ত উপ উপাচার্য আনন্দ কুমার ভৌমিক, ট্রাস্টি বোর্ডের মহাসচিব এ কে এম কামরুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক শামীম আহসান পারভেজ এবং চিফ আর্কিটেক্ট পেট্রিক ডি রোজারিও প্রমুখ।

#

জাহাঙ্গীর/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/কামাল/২০২৩/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১২

**গণসংগীত মানেই ফকির আলমগীর**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, পপ গানের সম্রাট বলতে আমরা আজম খানকে বুঝি। একইভাবে রবীন্দ্র সংগীতের স্বনামধন্য শিল্পী সনজিদা খাতুন, নজরুল সংগীতের ক্ষেত্রে যেমন ফিরোজা বেগম। তেমনি গণসংগীত মানেই ফকির আলমগীর। বাংলাদেশের গণসংগীতের জনক তিনি। তাঁর গানে ফুটে ওঠেছে গণমানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, সংগ্রাম প্রভৃতির নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। সেজন্য তাঁর গান গণমানুষের নিকট এত জনপ্রিয়। ফকির আলমগীরের গান সাধারণ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে জননন্দিত গণসংগীত শিল্পী ফকির আলমগীরের দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী আয়োজিত ‘কথা-গানে ফকির আলমগীরকে স্মরণ’ ও ‘স্মৃতিপদক প্রদান’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ফকির আলমগীরবিহীন পহেলা বৈশাখ ও গণসংগীত সংশ্লিষ্ট যেকোনো আয়োজন পূর্ণতা পায় না। তিনি বলেন, ফকির আলমগীরের নামে আজ রাজধানীর একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। সেজন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের নামে যাতে ঢাকার বিভিন্ন সড়কের নামকরণ করা হয়, সেজন্য মেয়র মহোদয়কে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করবো। প্রতিমন্ত্রী এসময় ফকির আলমগীরের দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি বেগম সুরাইয়া আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি জননেতা রাশেদ খান মেননে এম.পি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা মামুনুর রশীদ।

অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সুরকার ও সংগীত পরিচালক এবং কণ্ঠযোদ্ধা সুজেয় শ্যামকে প্রথমবারের মতো প্রবর্তিত 'ফকির আলমগীর স্মৃতিপদক' প্রদান করা হয়।

#

ফয়সাল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/কামাল/২০২৩/১২১০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১১

**জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতি বছরের মতো এবারও ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩’ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে মৎস্যখাতকে চিহ্নিত করেছিলেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার বিগত সাড়ে ১৪ বছরে মৎস্যখাতে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। ফলে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। আমাদের সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৭.৪৯ লক্ষ মে. টন; যা ২০০৫-০৬ সালের মোট উৎপাদনের ২৩.২৯ লক্ষ মে. টন থেকে দ্বিগুণেরও বেশি। আমাদের অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদের পাশাপাশি সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ একটি অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আমরা সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে সূচিত সুনীল অর্থনীতির বিকাশ এবং আমাদের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২ ও সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করেছি।

দেশীয় সাফল্যের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও স্বীকৃত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী বিশ্বে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ ৩য়; বদ্ধজলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে ৫ম; সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টসিয়া উৎপাদনে ৮ম এমং ফিনফিস উৎপাদনে ১১তম স্থানে রয়েছে। ইলিশ আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১ম এবং তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ ও এশিয়ায় ৩য়।

বাংলাদেশের ইলিশ ও বাগদা চিংড়ি জিআই পণ্য হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে যা আমাদের জন্য গর্বের। আমাদের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য আজ ৫২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৯ হাজার ৮৮১ মে. টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৪ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা। আমাদের ‘রূপকল্প-২০৪১’ অনুযায়ী মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৮৫ লক্ষ মে. টন অর্জনে মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ, প্রযুক্তি ব্যবহার, উপকূলীয় মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ এবং নবায়নযোগ্য সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/কলি/কামাল/২০২৩/১২১৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১০

**জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৯ শ্রাবণ (২৪ জুলাই) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“মৎস্য ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মাছ বাঙালির দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় অন্যতম অনুষঙ্গ। বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে মাছ। খাদ্যের চাহিদা পূরণ, নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের যোগান, সুস্থ ও মেধাবী মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে মৎস্য খাত জাতীয় উন্নয়ন অবদান রেখে চলেছে। সরকার মৎস্যখাতের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে এ খাতের উন্নয়নে নানাবিধ আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং সময়োপযোগী উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। ফলশ্রুতিতে দেশ এখন মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ।

মৎস্য খাতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে উন্মুক্ত জলাশয়ের টেকসই সংরক্ষণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়নসহ জলজ দূষণ রোধকল্পে কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বন্ধ জলাশয়ে উন্নত প্রযুক্তির মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ, মৎস্যচাষিদের লাগসই প্রশিক্ষণসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মৎস্যচাষে আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক যান্ত্রিকীকরণ ও নিবিড় করণের মাধ্যমে খামারের উৎপাদনশীলতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। এছাড়া সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত বিশাল সামুদ্রিক অঞ্চলে মৎস্যের নিয়মিত মজুদ নিরূপণ, যথাযথ সংরক্ষণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

মৎস্যখাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের প্রত্যয়ে এবং ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য ‘নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ’ অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/কলি/কামাল/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৯

**স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত যেভাবে আমাদের পাশে ছিল,**

**বাংলাদেশ-ভারতের সে সম্পর্ক রক্তের বাঁধনে লেখা থাকবে**

**--- রেলপথ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই):

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত যেভাবে আমাদের পাশে ছিল, বাংলাদেশ-ভারতের সে সম্পর্ক রক্তের বাঁধনে লেখা থাকবে। স্বাধীনতা যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের সহযেগিতায় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, তিস্তা ব্রিজ ও ভৈরব ব্রিজের মাধ্যমে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

আজ রেলভবনের সভা কক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং কেইসি ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ভারতের মধ্যে ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ট্র্যাক, দ্বিগুণ করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আজকের এই চুক্তির মাধ্যমে WD-2 ডিজাইন, সরবরাহ, ইনস্টলেশন এবং ৭টি স্টেশনে কম্পিউটারভিত্তিক ইন্টারলক সিগন্যালিং সিস্টেমের পরীক্ষা-কমিশন করা হবে, যার মধ্যে নির্বাচিত লেভেল ক্রসিংগুলির ইন্টারলকিং এবং অপটিক্যাল ফাইবারভিত্তিক টেলিকমিউনিক সিস্টেমের কাজ এবং আন্তঃসংযোগ টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সিগন্যালিং সিস্টেম স্থাপন করা হবে।

নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, ’৭৫ সালের পরে স্বাধীনতা বিরোধীরা কোন উন্নয়ন করেনি, এমনকি প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের সাথে বৈরী সম্পর্ক ছিল, সম্পর্কের উন্নয়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে। ছিটমহল সমস্যা, গঙ্গা চুক্তি, পার্বত্য শান্তিচুক্তিসহ দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়েছে। রেলওয়ে ব্যবস্থায় আমাদের ইন্টার সেকশন পয়েন্ট যেগুলো ছিল তার ৮টির মধ্যে ৫টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ভারতের সাথে আমাদের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ডাবল লাইনে রূপান্তর করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ডাবল লাইন করা হয়েছে। মন্ত্রী আখাউড়া থেকে আগড়তলা, খুলনা থেকে মোংলা, ঢাকা থেকে পদ্মা ব্রিজ হয়ে ভাঙ্গা এবং ঢাকা থেকে কক্সবাজার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী অচিরেই উদ্বোধন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে নাজনীন আরা কেয়া, প্রকল্প পরিচালক এবং কেইসি ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড পক্ষে Subharjit Jana চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে গেস্ট অভ্ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের হাইকমিশনার Pranay Verma।

#

সিরাজ/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯৩০ঘণ্টা